দৈনিক সংবাদ

12

তারিখ 26-JUL-1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সেমিনারে অর্থমন্ত্রীর অভিমত

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিটি অপচয়মূলক ও দুর্নীতির আখড়া

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া বলেছেন, শিক্ষা খাতে অপচয় দূর করে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের স্বার্থে সরকার অপ্রীতিকর হলেও কঠিন সিদ্ধান্ত নেবে। গতকাল শনিবার দুপুরে 'বাংলাদেশে শিক্ষায় অর্থায়ন' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেছেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ আর সঠিকভাবে খরচ হওয়া এক কথা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের অপচয় হচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন, অর্থায়নের দিক থেকে এই কর্মসূচিটি অদক্ষ, অপচয়মূলক এবং দুর্নীতির আখড়া হয়ে পড়েছে। এ কর্মসূচিতে প্রতি ছাত্রের পেছনে মাসে খরচ হয় ২শ' টাকা। অথচ এর বদলে শিক্ষার্থীদেরকে মাথাপিছু ৫০ টাকা নগদ বৃত্তি দেয়া হলে ৪ গুণ বেশি শিক্ষার্থীর মাঝে এটি সম্প্রসারণ করা যাবে।

আলোচনা সভায় বেশিরভাগ বক্তা সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধি সমর্থন করেছেন। তবে তারা এজন্যে আগে আরো আলোচনার দরকার ছিল বলে মত দিয়েছেন।

শিক্ষা প্রকল্পন ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (ফ্রেপড) আয়োজিত ফ্রেপড-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, জাতীয় অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হক। 'বাংলাদেশে শিক্ষায় অর্থায়ন' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। অর্থমন্ত্রী ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী ও অধ্যাপক এম ফেরদৌস খান। আলোচনা সভার দ্বিতীয় পর্বে ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীনের পরিচালনায় প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন ডঃ মাহমুদুল আলম, ডঃ হাবিবুল্লাহ ও রওশন আরা চৌধুরী।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষার্থী বাড়ানোর জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। তবে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে বলে দেখা যায় না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এক রকমভাবে শুধু শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাই বাড়িয়ে চলেছে। এর ফলে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা অর্থের মূল্য যথাযথভাবে ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা এবং শিক্ষকতার চেয়ে আমলা হওয়ার প্রবণতা বিপজ্জনক অবস্থায় পৌছেছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরেই এ সমস্যাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, শিক্ষার বিভিন্ন খাত এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পদ বন্টনে সমন্বয়হীনতা, অদক্ষতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও মনিটরিং-এর অভাবে সম্পদের অপচয় হচ্ছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, শিক্ষকদের বেতন-ভাতায় ভর্তুকি প্রদান, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা, ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া প্রভৃতি উপায়ে সরকারের অর্থ ব্যয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে ঠিকই; কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে এসব থেকে প্রাপ্তি খুব একটা সন্তোষজনক নয়। বেসরকারি খাতে এবং এনজিওগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে চললেও এক্ষেত্রে শিক্ষার মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেই।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তার প্রবন্ধে বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে ছাত্র বেতনের বর্ধিত হারের কথা উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বেতন বৃদ্ধিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কর্তৃপক্ষ সবার সাথে আলোচনা করেন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করে।

অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষা খাতে বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ অর্থের যথাযথ ব্যবহারে সমস্যা রয়েছে। অতীতে ব্যাংকিং খাতের মতোই শিক্ষা খাতেও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে। রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়ার আশায় এবং দলীয় লোকদের অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যে গত ২০ বছরে এমনসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাকা দেয়া হয়েছে যেগুলোতে শিক্ষার্থী প্রায় নেই, এমনকি প্রতিষ্ঠানের কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই। বিশেষভাবে মাদ্রাসায় অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। এই দুর্নীতির দ্বার বন্ধ করতে সরকার অপ্রীতিকর হলেও কঠিন সিদ্ধান্ত নেবে।

শিক্ষার মান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিষ্ঠার অভাব রয়েছে- এ অভিযোগ অনেকটাই সত্যি। এরপরও প্রাথমিক শিক্ষা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষায় অর্থ ব্যয় বাড়াতেই হবে। তিনি আরো বলেন, গবেষণা খাতে বরাদ্দ অপর্যাপ্ত; তবে সে অর্থও যথাযথভাবে ব্যবহার হয় না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এমন গবেষণা করেন যার সাথে প্রায়োগিক ক্ষেত্রের মানুষের কোন যোগাযোগ থাকে না।

অর্থমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ছাত্রবেতন বৃদ্ধিকে সমর্থন করে বলেন, এ প্রতিষ্ঠানে এমন অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থান ভাল। তাই সরকার বা প্রতিষ্ঠানের এসব শিক্ষার্থীকে ভর্তুকি দেয়া ঠিক নয়। আমাদেরকে দেখতে হবে প্রকৃত দরিদ্ররা যাতে সরকারি অর্থের সুফল পায়।

উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, উচ্চ শিক্ষার বাজেট কমছে। বর্তমানে এ খাতে যে বরাদ্দ তা পর্যাপ্ত নয়, এ জন্যে উচ্চ শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের উপর নির্ভর না করে স্ব-অর্থায়নে শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ছাত্রবেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন, এটি কোন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নয়। তিনি ছাত্র বেতন বাড়ানোর আগে আলোচনার ধারণার বিরোধিতা করেন।

আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তা বলেন, সরকারের কোন পরিকল্পিত নীতি বা সংস্কার কর্মসূচি না থাকায় এখন ধনী শিক্ষার্থীরাও সরকারি ভর্তুকি ভোগ করছে। এ ব্যবস্থার বদলে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা ব্যয় বহন করার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চিন্তাভাবনা করতে হবে।

...ON AND STATISTICS
SHEET — OF — SHEETS